দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 JUL 1992

পৃষ্ঠা... 4

বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আলোচনা

একেএম সিরাজুল ইসলাম

শিক্ষা প্রতিটি দেশের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। শিক্ষা মানুষের মনকে আলোকিত ও উদ্ভাসিত করে। যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। শিক্ষা ব্যতীত জাতির সামগ্রিক উন্নতির কথা চিন্তা করা যায় না। আর্থ-সামাজিক অবস্থা তথা সার্বিক জনকল্যাণ ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য চাই শিক্ষা। উন্নত বিশ্বের প্রতিটি দেশের জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ শিক্ষিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানে তারা উৎকর্ষতার শীর্ষে পৌঁছেছে এবং পৃথিবীর অধিকাংশ ক্ষেত্রে কি শিক্ষায়, কি বিজ্ঞান, সামরিক কলা কৌশলে তারা আধিপত্য বিস্তার করে নিয়েছে। এ সকল উন্নতির মূলে রয়েছে তাদের উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে বহুমুখী শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বনে তারা তাদের জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা বা কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গে তারা চালু করেছে বহুল আলোচিত দূরশিক্ষণ পদ্ধতি। যার ফলশ্রুতিতে চাকরিজীবী, ঝরে পড়া শিক্ষার্থী, গৃহিনী, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত পুরুষ মহিলা, বিভিন্ন বয়সী জনগোষ্ঠী নিজ কর্মে নিয়োজিত থেকে শিক্ষার সুযোগ পেয়ে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে এবং জাতির জীবনে বয়ে আনছে সুখ-সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষতা। বিগত দুই দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালু হয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ওপেন স্কুল, ফার্দার এডুকেশনের জন্য প্রতিষ্ঠান। দূরশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রথম অগ্রসৈনিক যুক্তরাজ্য। যুক্তরাজ্যেই সর্ব প্রথম ১৯৬৬ সালে ব্রিটিশ ওপেন ইউনিভার্সিটি নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু হয়। ঐ সময় বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ এ অভিনব পদ্ধতিকে কঠোরভাবে সমালোচনা ও বিরোধিতা করেন। বিশেষ করে বিরোধীদলীয় নেত্রী মার্গারেট থেচার। পরবর্তীতে মার্গারেট থেচার যখন প্রধানমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করেন তখন বি, ও, ইউ-এর সফলতায় ভূয়সী প্রশংসা করেন। সময়ের সাথে সাথে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকারিতা, পদ্ধতি ও ফলাফল বিভিন্ন মহলে বিশেষ করে উন্নত ও অনুন্নত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ ওপেন ইউনিভার্সিটির অনুকরণে ও প্রভাবে গত দশকে পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, চীন, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ওপেন এয়ার স্কুল নামে বহু বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংখ্যা কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ (৫) থেকে ছয় (৬) লক্ষে দাঁড়িয়েছে এবং বহু ফ্যাকাল্টি খোলা হয়েছে। ফলে শিক্ষার দ্বার ঐ সকল দেশের জনগণের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে। বাড়ছে শিক্ষার মান ও কাজের দক্ষতা।

বাংলাদেশেও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সুফল অনেক আগেই পৌঁছেছে। তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট মরহুম জিয়াউর রহমানের শাসনামলে জাপান সরকার বাংলাদেশ সরকারকে শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে ও উন্নয়নের লক্ষ্য অনুদান হিসাবে এগার শত (১১০০) অডিও কন্ট্রোল কনসোল সেট প্রদান করেন। সেটগুলো দেশের প্রায় এগারশত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংস্থাপন করা হয়। সংস্থাপনের সার্বিক দায়িত্বে থাকেন "স্কুল ব্রডকাস্টিং প্রকল্প" নামে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি প্রাইমারী ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণয়ন করেন পাঠক্রম ভিত্তিক বেতার অনুষ্ঠান "পড়াশুনা" ও "শিক্ষার্থীদের আসর"। বাংলাদেশ বেতার এ সকল অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। বাংলাদেশ বেতার হতে সম্প্রচারিত এ সকল অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ে সংস্থাপিত অডিও কন্ট্রোল কনসোল সেটে শ্রবণ ও পরবর্তীতে শুনার জন্য ধারণ করা হয় বা একই সঙ্গে শ্রেণী কক্ষে শুনানো যায়। দূর শিক্ষণ বা ডিস্ট্যান্স এডুকেশন ব্যবস্থায় এ মিডিয়া সার্ভিসের সুযোগ নেয়া হয়।

দূর শিক্ষণের ধ্যান-ধারণা এ দেশের বহু জ্ঞানবিদ, শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ বিগত কয়েক বছর ধরে ভেবে আসছে। এ বিষয় নিয়ে এ দেশে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু সেমিনার ও সেম্পুজিয়ামে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হয়েছে। মরহুম জিয়াউর রহমানের শাসনামলে এ ভাবটির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করে ছিলেন যে, "জাতিকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি চালু করতে হবে অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা। জোর দিতে হবে গণশিক্ষা ব্যবস্থার উপর। এ দেশের কোটি কোটি মানুষের দ্বারে পৌঁছাতে হবে শিক্ষার আলোকবর্তিকা। স্থায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিয়ে এ বিরাট জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়, প্রয়োজন এমন একটি ব্যবস্থা, এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী ঘরে বসে, নিজ কর্মে থেকে তাদের শিক্ষা কর্মসূচী চালিয়ে যেতে পারবে।" শিক্ষা ব্যবস্থার এ বিশেষ পদ্ধতিটি হল দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা। মরহুম জিয়াউর রহমান তাঁর শাসনামলে বার্ষিক পরিকল্পনায় জাতীয় বাজেটে এর জন্য বিপুল অংকের টাকা ধার্য করেন। দূরশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে এ টাকা ব্যয়িত হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল মিডিয়া এন্ড টেকনোলজির (নাইমট) মাধ্যমে। সময়ের কথা বিবেচনা করে এবং প্রয়োজনের তাগিদে ১৯৮৫ সালে নাইমট নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিস্ট্যান্স এডুকেশন (বাইড) আত্মপ্রকাশ করে। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এদেশে প্রথম সূচীত হয় পরীক্ষামূলক দূরশিক্ষণ কর্মসূচী। এ কর্মসূচীর আওতায় দূরশিক্ষণে বি, এড, কোর্স চালু করা হয়। দেশের বিপুল সংখ্যক ডিগ্রীধারী শিক্ষক এ কোর্সে ভর্তি হন এবং প্রায় ৮০০০ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি, এড, ডিগ্রী লাভ করেন। দূরশিক্ষণ পদ্ধতি একটি অভিনব পদ্ধতি। এ অভিনব পদ্ধতির সুযোগ-সুবিধা, উপযোগিতা এবং উপকারিতা সম্পর্কে অবগত হয়ে সরকারী ও বেসরকারী মহলে দেশের জনগণ আবেদন জানাতে থাকেন যাতে এ ব্যবস্থাকে আরো জোরদার ও শক্তিশালী করা হয়। দেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও দেশ-বিদেশে সুপরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ শমশের আলী ১৯৮৫ সালে আয়োজিত "অনুন্নত বিশ্বে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়" সেমিনারে এ দেশের অশিক্ষিত বিপুল জনগোষ্ঠীর কথা চিন্তা করে মন্তব্য করেছিলেন যে এ দেশের অনেকের কাছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ধারণাটি অস্পষ্ট এবং অনেকে এটাকে ওপেন এয়ার স্কুল নামে অভিহিত করেন। একই সেমিনারে তিনি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সপক্ষে বলেন, "We are not replacing the teacher talk and chalk method.... but we are supporting the Universities".

বস্তুত তিনি বাংলাদেশে অনতিবিলম্বে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার প্রস্তাব রাখেন। বাইড ও ডাব্লিউ আই এফ-এর যৌথ সহযোগিতায় ১৯৮৫ সালের ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারি "অনুন্নত দেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়" শিরোনামে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। বার্গেন বিশ্ববিদ্যালয় (নরওয়ে) ওপেন ইউনিভার্সিটি (যুক্তরাজ্য), আল্লামা ইকবাল ওপেন ইউনিভার্সিটি (পাকিস্তান), সুকোথাই থামাথিরাট ওপেন ইউনিভার্সিটি (থাইল্যান্ড), নেপাল ও মালদ্বীপের সদস্য, দেশের ছয়টি (৬টি) বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং দেশের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ এবং বিজ্ঞানী এ সেমিনারে যোগদান করেন। এ সেমিনারে বাইড পরিচালিত দূরশিক্ষণ বি, এড, কোর্সের মূল্যায়ন হয় এবং এটাকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার সুপারিশমালা পেশ করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এ সেমিনারে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য ও নিজ নিজ দেশে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকারিতা ও তাদের দেশের জনগণের চাহিদার কথা উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিগত অবস্থা, ইহার সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুপারিশ রাখেন এবং বর্তমান দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা আরো জোরদার করার জন্য মন্তব্য পেশ করেন। দূর শিক্ষণ ব্যবস্থা বা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালুর জন্য ৭০ ও ৮০ দশক থেকেই চিন্তাভাবনা শুরু হয় এবং আংশিক-ভাবে কিছু কিছু উদ্যোক্তার নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ১৯৮৫ সালে দূরশিক্ষণ বিএড কার্যক্রম এ দেশে চালু হয়। কিন্তু, তৎকালীন স্বৈরাচারী সরকারের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও বুদ্ধি-হীনতার জন্য দূরশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় এবং দেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার জন্য সুপারিশমালা নথিতে ধামাচাপা পড়ে যায়। বর্তমানে গণতান্ত্রিক সরকার এ দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী তথা দেশকে অশিক্ষার হাত হতে মুক্ত করার জন্য দেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যাতে সমাজের বিপুল সংখ্যক জন-সমষ্টিকে জীবনের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষা দেয়া যায়। উন্নত হয় জনগণের জীবনযাত্রার গুণগত মান এবং দেশ সমৃদ্ধির পথে পা বাড়ায়।

এবার প্রবন্ধের মূল বিষয়ের উপর আলোকপাত করা যাক। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে সমাজের বহুসংখ্যক জনবলকে জীবন ও জীবিকার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে। একজন শিক্ষার্থী ঘরে বসে, নিজ কর্মস্থল থেকে নিম্নস্তর (এসএসসি) থেকে উচ্চস্তর (পিএইচডি) পর্যন্ত পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারবে। পেশাজীবীদের পেশাগত মান উন্নয়নের জন্য পরিচালিত হবে স্বল্পমেয়াদী বিভিন্ন কোর্স। এ নতুন ব্যবস্থায় যে কোন বয়সের, যে কোন ধর্মের লোক একজন শিক্ষার্থী হিসাবে শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যে পাঠক্রম চালু আছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমও একই থাকবে। সার্টিফিকেট ও ডিগ্রী অর্জনের ব্যাপ্তিকাল সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার চেয়ে কিছু সময়ের জন্য বিস্তৃতি লাভ করবে। অর্থাৎ ডিগ্রী ও সার্টিফিকেট অর্জনের মেয়াদকাল বেড়ে যাবে। একজন শিক্ষার্থী সার্টিফিকেট এবং ডিগ্রী কোর্সের সকল বিষয় এক সাথে বা আংশিকভাবে পরীক্ষা দিতে পারবে। সনদপত্রের মান গতানুগতিক বা সনাতন ব্যবস্থার মতই থাকবে। যারা কোর্সের নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষায় সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হবে, তাদের মধ্যে মেধাভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করা হবে এবং নম্বর অনুযায়ী বিভাগ ও শ্রেণী বিন্যাস করা হবে। যারা অনিয়মিতভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদের নাম মেধা তালিকায় থাকবে না। তবে, নম্বর অনুযায়ী তাদের বিভাগ ওয়ারী সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

দূরশিক্ষণ বা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ মেধা খাটিয়ে দেশের সমগ্র অঞ্চলে বিস্তৃত টিউটরদের সহযোগিতায় পাঠ্য বিষয়ের যে কোন জটিল সমস্যা সমাধা করে নিতে পারবে। অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে স্থায়ী ও খন্ডকালীন টিউটর থাকবে যাতে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর জটিলতা সারিয়ে নিতে পারেন। উন্নত বিশ্বের দেশগুলো বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডে টেলিফোনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা টিউটরদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে বিষয়বস্তুর জটিলতা বা প্রশ্নের সমাধান করে থাকেন। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগের মূল সেতুবন্ধন হল টেলিফোন ও মিডিয়া সার্ভিস (বেতার, টেলিভিশন)। ছাপানো সামগ্রীও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম সনাতন বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক্রমের রূপরেখায় প্রণীত হবে। সনাতন বা গতানুগতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক থাকে না। শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের মাধ্যমে পাঠদান করা হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর পাঠ্যবই-এর তালিকা শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের দিয়ে থাকেন। একজন শিক্ষার্থী লাইব্রেরীতে গিয়ে প্রচুর লাইব্রেরী কাজ সম্পন্ন করেন। এ সকল শিক্ষার্থীর জন্য বিপুল অর্থে নির্মিত হয় দালানকোঠা ও